সংবাদ পরিষেবা

মার্চ ২০১৫

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

পানি !!!

২০/১২৭

উত্তরপ্রদেশে মাটির নীচের জল কমে যাচ্ছে। ওইখানে ৪৪টা জেলাকে এইজন্য সংকটজনক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই জেলাগুলিতে মাটির নীচের জল ব্যবহার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এই জেলাগুলির ভেতর কানপুর, এলাহাবাদ, কনৌজ আর লক্ষ্মৌও আছে। সংকটজনক এই জেলাগুলির পাশে রয়েছে আধা-সংকটে পড়া আরও কতগুলো জায়গা। যেমন চৌবেপুর, ঘটমপুর, সরসৌল আর শিবরাজপুর। আবার লক্ষ্মৌ-এর চিনহাটে এই জলের এমন ব্যবহার হয়েছে যে এই অঞ্চলকে 'বিপন্ন-এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারকে এই নিয়ে আশু পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। এইসব কথা আছে একটা সমীক্ষা-প্রতিবেদনে। খবরটা আছে টাইমসোফিন্ডিয়া.কম-এ।

স ফল !

২০/১২৮

মহুয়া ফলকে অনেকভাবে খাওয়া যায়। আটার সঙ্গে মিশিয়ে পুরি করা যায়, গম শুকনো করে ভেজে তাতে এই ফল মিশিয়ে লাড্ডু বানানো যায়, মহুয়া ভেজে পকোড়া বা মিষ্টি খাওয়া যায়, আবার রান্না করে তরকারিও বানানো যায়। অথচ মহুয়াকে আমরা ব্যবহার করতে জানি খালি নেশার জিনিস তৈরিতে। ছত্তিশগড়ের জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ মহুয়ার এতরকম ব্যবহার দেখিয়েছে এখানকার এক দেশী খাবারের মেলায়।

সার্ভে অভ গঙ্গা

২০/১২৯

গঙ্গায় দূষণ কেন হচ্ছে এর কারণ খুঁজে বের করতে নেমেছে সার্ভে অভ ইন্ডিয়া। এইজন্য তারা সমীক্ষা আর মানচিত্র করে এগোবে। এই কাজটা গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করাব ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা কার্যক্রম-এর অংশ। এই কাজটা গঙ্গোত্রী থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে বঙ্গোপসাগরে। গঙ্গার ২.৫ লাখ বর্গকিলোমিটার প্রবাহের বিশেষ বিশেষ জায়গার ওপর এই কাজে আলাদা করে নজর দেওয়া হবে। এই কাজের জন্য ৫৪২ কোটি খরচ হবে। ডব্লুডব্লুডব্লু ডেলি পায়োনিয়র.কম-এ খবরটা আছে।

দেখুন গোয়ার অবস্থা !

২০/১৩০

গোয়ার নদীগুলো একেবারে দূষণে ভর্তি হয়ে গেছে। ওইখানে নদীগুলোর জলে মলমূত্র মিশে একেবারে একাকার। মলমূত্র নদীতে একেবারে অনুমোদিত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। মলমূত্র মানে আর কি কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া। এইসব বলেছে কেন্দ্রীয় বন, পরিবেশ ও জলবায়ু বদল মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রকাশ গাভাদেকর। এত দূষণের ফলে গোয়ায় নদীর জল খাওয়া বা সাঁতার কাটা দুটোর জন্যই

ক্ষতিকারক হয়ে গেল। এইসব জানা গেল টাইমসোফিন্ডিয়া.ইন্ডিয়াটাইমস.কম থেকে।

ইউ আরোপ

২০/১৩১

ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে কোনো দেশ, জিনশস্য তার দেশে চাষ করবে বা করবে না বা কম করবে, এই কথা স্বাধীনভাবে বলতে পারবে। পরিবেশের ক্ষতি হবে এই কথা বলে যে কোনো সদস্য-দেশ এই কাজ করতে পারবে। এইজন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে একটা আইন তৈরি হয়েছে।

তবে দেশগুলো পরিবেশের ক্ষতি নিয়ে সেই কথাটাই বলতে পারবে, যা কিনা জিনশস্যে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি-বিচার নিয়ে করা আগাম সমীক্ষাটার বাইরে। ডব্লুডব্লুডব্লু ইএনএস-নিউজওয়্যার.কম থেকে খবরটা জানা গেল।

পেরুতে কাটাকাটি

২০/১৩২

আমাজন তিরের জঙ্গলটার যেই অংশটা পেরুর ভেতর পড়ে, সেই জঙ্গলটা অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। এই ফাঁকা জায়গাটার পরিমাণ ১৪৫,০০০ হেক্টরের বেশি। এই পরিমাণটা পেরুতে জঙ্গল কাটার যে হার তার ৮০ শতাংশ বেশি। গত ২০০১ থেকে গড়ে পেরুতে যতটা জঙ্গল কাটা যাচ্ছে তার পরিমাণ বছরে ১১৩,০০০ হেক্টর। পেরুতে জঙ্গল আমাজনের ১৩ শতাংশ কার্বন নিয়ন্ত্রণ করে। ওখানকার এই জঙ্গল ফুরিয়ে যাওয়া নাকি ২০১৭ অব্দি চলবে। পেরুর কৃষি দফতর থেকে এরকম তথ্যই এসেছে। আর এই পুরো খবরটা আছে ডব্লুডব্লুডব্লু রয়টার্স.কম এ।

বিষাদসিন্ধু!

২০/১৩৩

৫.২৫ ট্রিলিয়ন প্লাস্টিক কণা নিয়ে ২৬৯,০০০ টন প্লাস্টিক বঙ্গোপসাগর সহ সারা বিশ্বের সমুদ্রগুলোয় ভেসে বেড়াচ্ছে। এই হিসেবের ভেতর সমুদ্রতীর বরাবর জমে থাকা প্লাস্টিক সাগরের প্রাণী কতটা খেয়েছে তার হিসেবটা রাখা হয়নি। ২০০৭ থেকে ২১১৩ অব্দি করা ২৪টা উপ-ক্রান্তীয় সমুদ্র-সমীক্ষা থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে। এই সমুদ্রগুলি হল, উত্তর-দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তর-দক্ষিণ অতলান্তিক, অস্ট্রেলিয়ার উপকূলসহ ভারত সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভূমধ্যসাগর। ডব্লুডব্লুডব্লু দি হিন্দু.কম এ খবরটা পাওয়া গেছে।

অম্লমধুর!

২০/১৩৪

সমুদ্রে অম্লভাব বাড়লে প্রবাল তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে। এইরকম একটা প্রবাল আছে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ-এ। এই রিফটার প্রবাল নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। পরীক্ষা করছিলেন ওই সমুদ্রে অম্লভাব বাড়লে প্রবালের কী হবে তাই নিয়ে। পরীক্ষা করতে করতে এই প্রবালটা পাওয়া গেল। এই প্রবালটার নাম স্ট্যাগহর্ন প্রবাল। এই প্রবালটা দেখা যায় সারা প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত সাগরে। এই কথাগুলো বলা আছে ডব্লুডব্লুডব্লু এসবিএস.কম.এ ইউ সাইটে।

সহৃদয়!

২০/১৩৫

খাবারে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড-এর পরিমাণ খাবারের জিনিসটার ওজনের পাঁচ শতাংশ করতে হবে। এই ফ্যাটটা কমাতে হবে তেল, হাইড্রোজেনেটেড ভেজিটেবল অয়েল ইত্যাদি থেকে। দেশের ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি এইরকম একটা নির্দেশের প্রস্তাব করেছে। এই ট্রান্স-ফ্যাটটা শরীরের খুব ক্ষতি করে। এই ফ্যাট হৃদরোগ বাড়ায়। এই প্রস্তাবটা বেরিয়েছে নভেম্বর ২০১৫ তে। ফেব্রুয়ারি অব্দি এইটা রাখা থাকবে সাইটে, এই নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে পরামর্শ বা মন্তব্যের জন্য। আর নিয়মটা কার্যকারী হবে আগস্ট ২০১৬ থেকে।

বাঁধের বিরুদ্ধে বাঁধ

২০/১৩৬

বাঁধ তৈরি বন্ধ করা নিয়ে আসামে আন্দোলন কয়েক বছর ধরেই চলছিল। এখন এই আন্দোলনটাকে আলফা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সমর্থন করছে। আলফা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ২০০০ মেগাওয়াটের নিম্ন-সুবনসিড়ি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ বন্ধ করতে এর মধ্যে হুঁশিয়ারি

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

দিয়েছে। পাশাপাশি তারা বলেছে, আসামে কোথাও বড় বাঁধ করতে দেবে না। বলছে, এইজন্য নাকি দরকারে হাতিয়ারও তুলে নেবে তারা।

প্লাচিমা দায় ?

২০/১৩৭

প্লাচিমাদায় কোকাকোলা যেরকম জল ও পরিবেশ দূষণ করেছিল তার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণের বিল তিন বছর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থাকার পর, এবার আবার ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউন্যাল -এর কাছে গেল। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে এই ক্ষতিপূরণের বিষয়টা এই ট্রাইবিউনালের এক্তিয়ারে। তারাই এই বিষয়ে শেষ কথা বলবে।

আশা ম

২০/১৩৮

আসাম সরকার সবজি চাষে রাসায়নিক কীটনাশক বন্ধ করতে একটা তদারকি-সমিতি বানাবে বলে ঠিক করেছে। আবার সবজিতে কীটনাশক পরীক্ষা করতে জেলায় জেলায় পরীক্ষাগারও বানানো হবে। কোনো সবজিতে যদি অনুমোদিত মাত্রার বেশি কীটনাশক পরীক্ষা করে ধরা পড়ে তবে সেই চাষির জরিমানা হবে। এই নিয়ে সমিতিতে যে কেউ অভিযোগ করতে পারবে। এই কাজটায় সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী আসামের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ স্বয়ং।

থালাগে লাশ !

২০/১৩৯

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্টাইরোফোমের ব্যবহারের ওপর সরকার নিষেধ জারি করছে। স্টাইরোফোম মানে, শোলার মতো দেখতে একটি জিনিস। যা দিয়ে প্যাকিং বাক্স, বিয়েবাড়ি ও অনুষ্ঠানবাড়ির থালা-গ্লাস তৈরি হয়।

এই স্টাইরোফোম পরিবেশের ক্ষতি করে। স্টাইরোফোম মাটিতে মেশে না। গরম খাবার বা পানীয় স্টাইরোফোমের পাত্রে দিলে ওই পাত্র থেকে বিষ আমাদের রক্তে মেশে। স্টাইরোফোমে যে বিষটা থাকে তার নাম স্টাইরিন। এই বিষের ভেতর ক্যান্সার জীবাণু থাকার সম্ভাবনা। এই বিষটা প্রথম দেখে আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অব হেল্‌থ্‌ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস। তাইওয়ান স্টাইরোফোম কাপ ওই দেশে নিষিদ্ধ করছে আর নিউইয়র্ক-এর মেয়র জিনিসটা নিষিদ্ধ করেছে ওই শহরেই।

ঠাটBUT?

২০/১৪০

প্রতিবছর পৃথিবীতে মারা যায় ১ হাজার মিলিয়ন হাঙর। পৃথিবীর ৯০ শতাংশ হাঙর এর ভেতরই শেষ হয়ে গেছে। আর ভারত হাঙরের ডানার প্রধান রফতানিকারকদের একজন।

হাঙর লাগে খাবার আর প্রসাধন তৈরিতে। হাঙরের ডানার সুপ খেলে সমাজে মান-মর্যাদা বাড়ে। ফলে ডানা কিনতে প্রচুর টাকা দিতে কেউ পিছু পা হচ্ছে না। ফলে জেলেরাও হাঙর ধরায় বেপরোয়া। কখনো এই জন্য তারা অসাধু উপায়ও অবলম্বন করছে। আবার প্রসাধন শিল্পে হাঙরের তেল দিয়ে বানানো হয় ক্রিম ও ময়শ্চারাইজার। এই ময়শ্চারাইজার মাখা হয় মুখের বলিরেখা মুছতে, বয়স কমাতে। হাঙর নিয়ে বিজ্ঞানীরা ভালো করে তথ্যও পাচ্ছেন না। হাঙরের নতুন প্রজাতির খবরও তারা পাচ্ছেন জেলেদের কাছে।

বাঘ পুষবেন নাকি ?

২০/১৪১

মধ্যপ্রদেশের আইন ও পশুপালন মন্ত্রী কুসুম সিং মাদেলে বাঘ রক্ষার জন্য ঘরে ঘরে বাঘ পুষতে বলেছেন। বলেছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলো যেমন টাইল্যান্ড বা শ্যামদেশে তো বাঘ পোষা আইনত গ্রাহ্য হয়ে গেছে। ফলে এই দেশগুলোয় বাঘের সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়েছে। এইসব মাদেলে বলেছেন তাঁর রাজ্যের বনমন্ত্রীকে। এই সমস্ত কথা এসেছে তথ্যের অধিকার আইনের এক আবেদনের ভেতর দিয়ে। ওদিকে অরণ্য-অধিকার কর্মীরা এইসব কথা শুনে ঘোর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা এইসব কথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন।

প্রাণসাগর

২০/১৪২

ক্যালিফোর্নিয়ায় সাগরের নোনা জল থেকে পানীয় জল বার করা হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ভয়ংকর খরা হচ্ছে। হালে হয়েছে

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

একেবারে ৪ বছর ধরে। এর জন্য এলাহি খরচ হচ্ছে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতেই এমন এক প্ল্যান্ট বসাতে ৪০ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছিল। এই খরচটা, এমনি শহরে পানীয় জল বাইরে থেকে বয়ে আনার খরচের তিনগুণ। প্রাচ্যে এমন কাজ হচ্ছে। তবে তার কাজের গতি আমেরিকার চেয়ে অনেক ঢিমে। খবরটা এসেছে ডব্লুডব্লুডব্লু.এসজে. কম থেকে।

মিশকালো ২০/১৪৩

পশ্চিম আফ্রিকা পুরোনো কম্পিউটার, মোবাইল এইসব কিছুর একেবারে জঞ্জালখানা হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বাতিল বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম এনে এখানে ঢিবি করা হচ্ছে। ইউরোপিয়ান কমিশন ও রাষ্ট্রসংঘ-র করা এক সমীক্ষায় এইসব কথা আছে। ওইদিকে আবার এরিকসন নামের যোগাযোগ কারিগরির কোম্পানি বলছে যে আফ্রিকার কোনো দেশেই বৈদ্যুতিন বাতিল যন্ত্রপাতি পুর্নব্যবহার উপযোগী করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এইসব জানতে পারলাম ডব্লুডব্লুডব্লু পিওয়ার্ল্ড. কম থেকে।

ন তু ন | ব ই

■■

পাঁচ সবজি বীজের কুলুজি। পাঁচে পঞ্চবাণ। পাতা থেকে পাতায়, পাঁচ সবজির ২৭ জাত। ৪ শাক, ৫ লংকা, ৫ কুমড়ো, ৬ শিম ও ৭ বেগুন। এক-একটা পাতা ধরে এক-একটা সবজি, ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায়। সবজি ধরে ধরে বোনার সময়-পদ্ধতি, বীজ ও উৎপাদনের হার, সহ্যক্ষমতা ও ফসল তোলার সময় একেবারে বিস্তারিত। শেষ পাতায় আবার এইসব বীজ পাওয়ার হালহদিস।

দেশজ বীজ পুস্তকমালার ধারাবাহিক প্রকাশনায় এটি প্রথম বই।

■■

৭/৪.২ সাইজ ।। সিনরমাস আর্ট পেপার।। ২৮ পাতা ।। ৪০ টাকা ।।

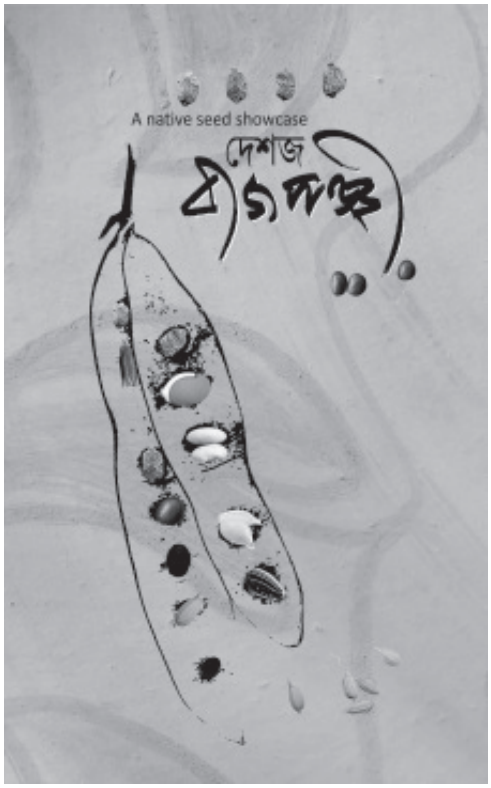

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু